ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

ছাত্ররাজনীতি বন্ধে বিএনপির দুই পন্থা

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন জনমত গড়তে আলাপ-আলোচনা

মোশাররফ বাবলু : জোট সরকার বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন করে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধে কঠিন পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। তবে পাশাপাশি এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলে সমর্থন আদায়ের কৌশলও নেওয়া হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, সাবেক ছাত্রনেতাসহ পেশাজীবীদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে সরকার। আলোচনায় বসার জন্য নামের তালিকা করা হচ্ছে। দু-একদিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তাদের নামে চিঠি পাঠানো হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

গতকাল দুপুরে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তার দপ্তরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য অধ্যাপক নূরুদ্দীন আহমদকে ডেকে পাঠান। বুয়েটের ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের প্রক্রিয়ায় ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভিমত সম্পর্কে উপাচার্য বিস্তারিত তথ্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়, যারা ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত তাদের মধ্যে ৩২ জন ছাত্রকে ইতিমধ্যে শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে যারা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন, তাদেরকেও চিঠি দেওয়া হবে। তবে ইউকসু ও হল সংসদ বাতিলের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাকে অযৌক্তিক ও অবৈধ হিসেবে ইউকসু নেতৃবৃন্দ অভিহিত করেছেন।

এদিকে বিএনপির একটি অংশ প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুসারে সম্পূর্ণভাবে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে নয়। তবে শিক্ষকদের রাজনীতি বন্ধ করার ব্যাপারে তাদের বেশিরভাগেরই সম্মতি রয়েছে। গত সোমবার রাতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তার দপ্তরে সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে শিক্ষা সংস্কার কমিটির রিপোর্ট ও সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ছাত্ররাজনীতির বন্ধের প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা করা হয়। সাবেক রাষ্ট্রপতির এই বক্তব্য বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে কিভাবে তুলে ধরা যায় তা নিয়েও কথা হয়। একই সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক

● এরপর পৃ ১১ কলাম ৪

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন

● প্রথম পাতার পর

রাজনীতি বন্ধে মাঠ পর্যায়ের সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায়ে সভা-সমাবেশের ব্যাপারেও বৈঠকে জোর দেওয়া হয়। একমনকি ছাত্ররাজনীতি বন্ধে জাতীয় ঐকমত্য না হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ না করে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসী মুক্ত করার ব্যাপারে মত দেন কেউ কেউ। শুধু তাই নয় ছাত্ররাজনীতির প্রচলিত ধারা পরিবর্তন করে ইতিবাচক ছাত্ররাজনীতি চালু করার ব্যাপারেও বৈঠকে আলোচনা হয়। তবে, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ সংশোধন করে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করার ওপর জোট সরকার বেশি জোর দিচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

বিষয়টি নিয়ে সরকার বিভিন্ন পেশাজীবীসহ সাবেক ছাত্রনেতা ও বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছে। যাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করবেন তাদের নামের তালিকা করা হয়েছে। এতে প্রায় সকল সাবেক ছাত্রনেতাসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের ২৫০ জনের নাম রয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরো অনেকের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। বিশেষ করে প্রখ্যাত আইনজীবী ড. কামাল হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা ও ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন, বাম নেতা ও সাবেক ছাত্রনেতা মাহমুদুর রহমান মান্নার মতো অনেক জনের নাম রয়েছে। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ তার দলের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী ছাত্ররাজনীতি বন্ধের বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য চিঠি দিতে পারেন বলে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় সূত্রে জানা যায়।

উল্লেখ্য, বাজেট অধিবেশনের সমাপনী দিনে ১৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব দেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী গত বছর ২ ডিসেম্বর ও গত মাসের ২৯ জুন সংসদে তার ভাষণে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলসহ খোদ বিএনপি ও তার অঙ্গ-সংগঠন ছাত্রদলের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিএনপির বড়ো একটি অংশ মনে করছে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ না করে আগে দলের মধ্যে থেকে ও সারা দেশে সন্ত্রাস দমন করা উচিত। এমনকি ছাত্ররাজনীতির প্রচলিত ধারার বদলে ইতিবাচক ধারার ছাত্ররাজনীতি চালু করার বিষয়ে মত দেন। তবে বিএনপির ঐ অংশটির অনেকেই প্রকাশ্যে মুখ খুলে কিছু বলতে চান না। কতিপয় মন্ত্রী ও বিএনপি নেতা প্রধানমন্ত্রী যা বলেন তাই মেনে নিতে চেষ্টা করেন বলে জানা যায়।

অন্যদিকে সরকারের অন্যতম শরীক দল জামাতে ইসলামীও এই মুহূর্তে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে নয়। তাদের মতে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হলে ছাত্রশিবিরের কার্যক্রম স্থগিত করা হবে। ছাত্রশিবির সব সময়ই জামাতে ইসলামীর আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে শেষ পর্যন্ত ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হলেও জামাতে ইসলামীর সমস্যা নেই। তারা অনেক আগে থেকেই ছাত্রশিবিরের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে ঘরোয়াভাবে জামাতে ইসলামীর আদর্শে পরিচালিত করে আসছে বলে সূত্র জানায়।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ক্ষমতাসীন দল বিএনপির অঙ্গ-সংগঠন ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত আছে। তবে ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত থাকলেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঠিকই ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড রয়েছে।